একজন খ্রীষ্টিয়ানে পরিবর্তিত হওয়া
কেন ? কী ? কেমন করে ?

আমি কেন আগ্রহী হব ?

সাধারণভাবে এমন একটি কথা প্রচলিত আছে, দুটি বিষয় অত্যন্ত নিশ্চিত - **মৃত্যু** ও ট্যাক্স, বা কর দেওয়া। মৃত্যু যদিও এড়ানো যায় না, লোকেরা প্রবৃত্তিগতভাবেই মৃত্যুকে ভয় করে এবং সবসময়ই তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় খোঁজে। কিছু সংখ্যক বিত্তবান ব্যক্তি তাদের শব হিমশীতল অবস্থায় রেখে যায়। তাদের আশা, ভবিষ্যতে কেউ হয়তো তাদের ব্যাধির চিকিৎসা করবে, যার জন্য তাদের মৃত্যু হয়েছিল। অন্যেরা বয়সের ছাপ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন ওষুধের শরণাপন্ন হয়, যেন আরও কয়েক বৎসর বেশি বাঁচতে পারে। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস কতগুলি সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয় যেন মানুষ বিস্ময়কর চিরায়ত জীবন লাভ করে। যদি সামান্যতম কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় যে **বাইবেলের** কথাই ঠিক এবং মানুষ অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে তা কি একবার অনুসন্ধান করে দেখা বিজ্ঞজনোচিত কাজ নয় ?

অন্য একটি জটিল বিতর্কমূলক বিষয় হল, এখানেই এবং এই পৃথিবীতেই মানবজীবনের গুণগত মান কী-প্রকার হবে। লোকেরা **সুখ** ও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বহু সময় ও অর্থ ব্যয় করে, কিন্তু প্রায় সময়ই তৃপ্তি ও মানসিক শান্তি লাভ করতে ব্যর্থ হয়। বিত্ত-সম্পদ, শারীরিক স্বাস্থ্য, সামাজিক প্রতিপত্তি, অবকাশ সময়, বিশাল পর্দার টেলিভিশন, বারমুডায় ছুটি কাটানো, এ সবই অশান্ত মানব হৃদয়ে প্রকৃত তৃপ্তি আনতে পারে না। যদি প্রকৃত ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি ও এই ধরনের অন্য সব কাঙ্ক্ষিত অধরা বিষয়গুলি আবিষ্কার করার চাবিকাঠি জানা থাকত, তাহলে সেই জ্ঞান অনুসন্ধান করা কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিত না ? খ্রীষ্টিয়ানেরা সাহসের সঙ্গে এই দাবি করে যে এই সব বিষয় তাদের পক্ষে দৈনন্দিন

বাস্তবতাস্বরূপ হয়, যারা শিক্ষা করে যে কীভাবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

খ্রীষ্টিয়ান - এর অর্থ কী ?

বাইবেল অনুযায়ী, খ্রীষ্টিয়ান হল ''পরিত্রাণপ্রাপ্ত'' এক ব্যক্তি। একে ''নূতন জন্মপ্রাপ্তও'' বলা হয়ে থাকে। প্রথমবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার সময়, মানবমাত্রই পাপময় প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে। লোকেদের পাপ করার এই হল প্রধান কারণ। আপনি যখন খ্রীষ্টকে প্রভু বলে স্বীকার করেন ও বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর **তাঁকে মৃতলোক থেকে পুনরুত্থিত করেছেন,** আপনি একজন খ্রীষ্টিয়ানে পরিণত হন। এর অর্থ, আপনার ''নূতন জন্ম'' হয় এবং আপনি ঐশ্বরিক পরিবারের সদস্যরূপে পরিগণিত হন। আপনার নূতন জন্মের দ্বারা আপনি এক নূতন স্বভাব লাভ করেন, তা হল ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টের **ধর্মময়** চরিত্র।

পরিত্রাণ কী ?

বাইবেলে ''পরিত্রাণ লাভ'' শব্দটি তাদের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়েছে, যারা চিরন্তন মৃত্যু থেকে ''উদ্ধারলাভ'' করে শাশ্বত জীবনের বরদান গ্রহণ করেছে। সাঁতার না জানা ব্যক্তি জলে পড়ে যখন হাবুডুবু খায়, সে প্রাণভয়ে চিৎকার করে ওঠে, ''আমাকে বাঁচাও'', এর অর্থ, ''আমাকে উদ্ধার করো''। ''পরিত্রাণ লাভের'' অর্থ এই। এর তাৎপর্য, চিরন্তন মৃত্যু থেকে উদ্ধার লাভ করা। প্রত্যেকজন মানুষই পাপ ও মৃত্যুর উদ্দেশে জন্মগ্রহণ করেছে। তাই পরবর্তীকালে তারা ঈশ্বরের বিধান ভঙ্গ করে তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করে। সেই কারণে, সব মানুষকে সেই পাপের দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া প্রয়োজন। রোমীয় ৬:২৩ পদে লেখা আছে, ''কারণ পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান হল প্রভু যীশু খ্রীষ্টে অনন্ত জীবন।'' আপনার সব পাপ আপনার জন্য মৃত্যু উপার্জন করেছে, কিন্তু পাপের ও মৃত্যুর পরাক্রম থেকে কেবলমাত্র **প্রভু যীশু খ্রীষ্টের** মাধ্যমেই পরিত্রাণ লাভ করা যায়।

নিজেকে পাপী মনে না-করলে কী হবে ? এ বিষয়ে আমি কেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হব ?

আপনি নিজেকে যদিও পাপী বলে মনে না-করে সৎ ভাবেন, আপনি অবশ্যই উপলব্ধি করেন যে আপনার ও আপনার চারপাশের পৃথিবীতে কোথাও যেন কিছু ফাঁক থেকেই গেছে। আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা হল, আমরা জানি যে সঠিক কী করা কর্তব্য, তবুও সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারি না। আমরা দেখি অন্যদের সঙ্গে নিজেরাও অর্থহীন আত্ম-বিনাশকারী আচরণে জড়িত, তবুও সেরকমই করে যাই। ফলে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, বাইবেলে সেটিকেই ''পাপ'' বলে। অর্থাৎ, সেটি হল ঈশ্বরের মন ও অভিপ্রায় থেকে পৃথক ও অবাধ্য হওয়া। অতএব, আপনি মনে করুন বা না-করুন, পাপব্যাধির দ্বারা আপনি ইতিমধ্যে আক্রান্ত, তা থেকে আপনি নিষ্কৃতি পেতে পারেন না, যতক্ষণ না আপনি **প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তমূলক** কর্মের প্রতিষেধক গ্রহণ করেন। অন্যান্য ধর্মীয় ব্যবস্থা হয় পাপের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে, অথবা তার বিধিসম্মত প্রায়শ্চিত্তকরণে অপারগ হয়।

পরিত্রাণ লাভের জন্য আমাকে কী মূল্য দিতে হবে ?

কিছুই না। কেন ? কারণ এর জন্য কেউ ইতিমধ্যে মূল্য প্রদান করেছেন। আপনি কি কখনও কোনো উপহার পেয়েছেন ? সেই উপহারের জন্য আপনাকে কত মূল্য দিতে হয়েছে ? কিছুই না। কেন ? অন্য কেউ সেই মূল্য দিয়েছে বলে। শাস্ত্র সুস্পষ্ট প্রকাশ করে যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের পরিত্রাণের জন্য তাঁর প্রাণ মূল্যস্বরূপ দিয়েছেন। বিশ্বে সর্বজন পরিচিত সর্বোৎকৃষ্ট বাইবেলের পদটি হল : ''কারণ ঈশ্বর বিশ্বজগৎকে এমনই ভালোবাসলেন যে তিনি তাঁর একমাত্র ও অনন্য পুত্রকে দান করলেন, যেন যে-কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না-হয়, কিন্তু শাশ্বত জীবন পায়'' (যোহন ৩:১৬)। লক্ষ্য করুন, পাপের বেতন মৃত্যু। তাই খ্রীষ্ট সেই দেনা পরিশোধের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন। ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে জাত

হওয়ার জন্য প্রেরণ করলেন, তিনি হলেন যীশু খ্রীষ্ট, যেন আপনি লাভ করেন শাশ্বত জীবন।

পরিত্রাণ আপনার কাছে উপহারস্বরূপ আসে। উপরে উল্লিখিত রোমীয় ৬:২৩ পদটি দেখুন। সেখানে লেখা আছে, ''... ঈশ্বরের **অনুগ্রহ** দান (উপহার) হল অনন্ত জীবন।'' আবার, কেবলমাত্র রোমীয় ৬:২৩ পদেই পরিত্রাণকে উপহার বলা হয়নি। রোমীয় ৫:১৫-২৭ পদে, ''দান'' (উপহার) শব্দটি পাঁচ বার ব্যবহৃত হয়েছে। উপহারের জন্য আপনাকে কোনও কাজ করতে হয় না - তা বিনামূল্যে দত্ত হয়। পরিত্রাণ ও অনন্ত জীবনের উপহার এজন্য আপনাকে দেওয়া হয়, যেহেতু ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন। ঈশ্বর কেন আপনাকে ভালোবাসবেন ? কারণ তিনিই প্রেম ও তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি চান, আপনিও যেন তাঁর সঙ্গে শাশ্বতকাল থাকেন, কিন্তু এটি আপনার মনোনয়নের বিষয় - এ সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে। আপনি যদি চান, তাহলে খ্রীষ্টের মাধ্যমে আপনি শাশ্বত জীবন পেতে পারেন।

ঈশ্বরের বিনামূল্যের উপহারস্বরূপ পরিত্রাণ আমি কীভাবে গ্রহণ করতে পারি ?

শাস্ত্র সুস্পষ্টরূপে এর উত্তর ব্যক্ত করেছে। ঈশ্বর সত্যি সত্যিই চান, আপনি যেন পরিত্রাণ লাভ করেন। তাঁর নির্দেশগুলি অত্যন্ত সহজসরল :

রোমীয় ১০:৯ : যদি আপনি মুখে যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করেন ও হৃদয়ে বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর তাঁকে মৃতলোক থেকে উত্থিত করেছেন, তাহলে পরিত্রাণ পাবেন।

সরল ? হ্যাঁ, সত্যিই তাই। এ হল দান বা উপহার - যীশু খ্রীষ্ট এর জন্য মূল্য দিয়েছেন। এটি এখন আপনাকে দিতে চাওয়া হচ্ছে। যদি পাওয়া কষ্টসাধ্য হত, তাহলে সেটি কী-ধরনের উপহার হত ? সংজ্ঞা অনুযায়ী, উপহার সব গ্রহণ করার পক্ষে সহজ। পরিত্রাণ ভীষণ, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, তাই

ঈশ্বরের সব নির্দেশ বুঝে ওঠার জন্য আমরা যেন নিশ্চিত হই। পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আপনাকে মুখে স্বীকার করতে হবে যে যীশুই প্রভু।

এর অর্থ কী ? এর অর্থ, আপনি সেকথাই বলছেন, যা বাইবেল ঘোষণা করে, যে যীশুই প্রভু। অর্থাৎ, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র, যিনি আপনার সব পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, যাঁকে মৃতলোক থেকে পুনরুত্থিত করা হয়েছিল এবং যিনি পিতা **ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে** অতি উচ্চ মহিমান্বিত হয়েছেন। আপনি কি কখনও মুখ খুলে একথা বলেছেন, ''যীশুই প্রভু ?'' আপনি জানেন, বহু ব্যক্তি যীশুকে প্রভু বলে **মনে করেন**, কিন্তু তাঁরা কখনও মুখে সেকথা বলেননি। আপনি এই মুহূর্তেই কেন তা বলবেন না ? শুধু এটুকু বলুন, ''যীশুই প্রভু।''

আপনি একবার মুখে যদি যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করেছেন, রোমীয় ১০:৯ পদে আরও বলা হয়েছে, আপনাকে হৃদয়ে বিশ্বাস করতে হবে যে ঈশ্বর যীশুকে মৃতলোক থেকে পুনরুত্থিত করেছেন। হৃদয়ে বিশ্বাস করার অর্থ কী ? এর অর্থ, **প্রকৃতরূপেই** সেকথা বিশ্বাস করা। এটি কি কষ্টকর ? না, আদৌ তা নয়। আপনি যদিও কখনও দেখেননি, তবু সম্ভবত বিশ্বাস করেন যে জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। একইভাবে, বহু অনস্বীকার্য যুক্তি আছে বিশ্বাস করার জন্য যে **ঈশ্বর যীশুকে মৃতলোক থেকে উত্থিত করেছিলেন।**

একবার যখন আপনি মুখে যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার ও আপনার হৃদয়ে বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর তাঁকে মৃতলোক থেকে উত্থিত করেছেন, আপনি পরিত্রাণ লাভ করেন। পরিত্রাণ পাওয়া অত্যন্ত সহজ, কারণ ঈশ্বর চান সব মানুষই যেন পরিত্রাণ পায় (১ তিমথি ২:৪)। তাছাড়া পরিত্রাণ ঈশ্বর বিনামূল্যের উপহারস্বরূপ দেন।

নূতন নিয়মের বহু পদ ব্যক্ত করে যে পরিত্রাণ লাভ করা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার এবং প্রভু যীশুতে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে তা উপলব্ধ হওয়া যায়।

বাইবেলে অনেক স্থানে ''যীশুতে বিশ্বাস'' – এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে। ''বিশ্বাস'' একটি বাইবেলের অন্তর্গত শব্দ, যার অর্থ ''আস্থাশীল হওয়া।'' তাই যীশুকে বিশ্বাসের সরলার্থ হল তাঁর উপরে আস্থাশীল হওয়া, এইভাবে বিশ্বাস করা যে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাঁর সাধিত কর্মই যথেষ্ট। পরিত্রাণ যে বিশ্বাসে উপলব্ধ হওয়া যায়, এই স্পষ্ট শিক্ষার জন্য নিচে শাস্ত্রের কতগুলি পদ দেওয়া হল :

রোমীয় ৩:২২ ''যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরপ্রদত্ত এই ধার্মিকতা নেমে আসে।'' (ধার্মিকতার অর্থ ঈশ্বরের সম্মুখে ন্যায্য বা সঠিক অবস্থান)। আপনি যখন যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করেন এবং বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর তাঁকে মৃতলোক থেকে উত্থিত করেছেন, আপনার পাপের জন্য মূল্য প্রদান করা হয় এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপনি ''নির্দোষ'' বা ন্যায্য অবস্থান গ্রহণ করেন। সেই কারণে বাইবেলে প্রকাশ, প্রভু যীশু খ্রীষ্টে আপনার বিশ্বাস বা নির্ভরতার ফলে ধার্মিকতা আপনার কাছে উপস্থিত হয়। সমস্ত পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তিই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে **ধার্মিক**।)

রোমীয় ৩:২৬ ''যারা যীশুকে বিশ্বাস করে, ঈশ্বর তাদের নির্দোষ গণ্য করেন'' (''নির্দোষ'' একটি আইনি শব্দ। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমরা নির্দোষ কারণ যীশু আমাদের পাপের মূল্য দিয়েছেন এবং আমাদের বিরুদ্ধে পাপের আর কোনও অস্তিত্ব নেই। সেই কারণে বাইবেল আমাদের ''নির্দোষ প্রতিপন্ন'' আখ্যা দেয়। ইংরাজীতে *জাস্টিফায়েড* শব্দটি সহজে মনে রাখার জন্য এভাবে বলা যেতে পারে **'জাস্ট ইফ আই হ্যাড নেভার সিন্‌ড'** অর্থাৎ আমি যেন কখনও কোনো পাপই করিনি।)

রোমীয় ৩:২৮ ''বিশ্বাসের দ্বারাই মানুষ ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়।''

রোমীয় ৫:১ ''বিশ্বাসের দ্বারা আমরা ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছি।''

রোমীয় ৯:৩০ ''বিশ্বাসে ধার্মিকতা।''

রোমীয় ১০:৪ ''খ্রীষ্টই বিধানের পরিণতিস্বরূপ যেন যারা বিশ্বাস করে

তারা সকলেই ধার্মিক পরিগণিত হয়।''

গালাতীয় ২:১৫ ''আমরা জানি যে বিধান পালনের দ্বারা কোনো মানুষ নির্দোষ প্রতিপন্ন হয় না, হয় যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বাসের দ্বারা।'' আর অতিরিক্ত পদ উল্লেখের প্রয়োজন নেই। বিষয়টি পরিষ্কার যে ঈশ্বর পরিত্রাণ পাওয়া সহজ করে দিয়েছেন। একবার মিশনারি অভিযানকালে পৌলকে কারাবন্দি করা হয়েছিল। কারাধ্যক্ষ কোনও মানুষের পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি করে বসলেন, ''পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমাকে কী-করতে হবে ?'' (প্রেরিত ১৬:৩০)। পৌলের উত্তর ছিল সংক্ষিপ্ত এবং সুনির্দিষ্ট : ''প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করো, তাহলে পরিত্রাণ পাবে'' (প্রেরিত ১৬:৩১)। ২০০০ বছর পূর্বে সেই কারাধ্যক্ষের কাছে সত্য প্রতিভাত হয়েছিল, তা আজ আপনার ও আমার কাছেও একই রকমভাবে সত্য। আপনি যদি প্রভু যীশুকে বিশ্বাস করেন, আপনি পরিত্রাণ পাবেন।

পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কি আমাকে কোনও কাজ করতে হবে না, যেমন জলে বাপ্তিস্ম নেওয়া, ইত্যাদি ?

একেবারেই না। খ্রীষ্ট আপনার পরিত্রাণের মূল্য দিয়েছেন। এটি উপহারস্বরূপ প্রদান করা হয়। বাইবেল বলে, তোমার পরিত্রাণ একটি উপহার। পরিষ্কাররূপে তা প্রকাশ করে যে বিশ্বাসে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। বাইবেলে আবার স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে কর্মের দ্বারা পরিত্রাণ উপার্জন করা যায় না :

ইফিষীয় ২:৮,৯

৮ পদে : কারণ তোমরা অনুগ্রহের দ্বারা বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণ পেয়েছ - এ তোমাদের থেকে হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরেরই দান।

৯ পদে : কর্মের দ্বারা নয়, যেন কেউ গর্ব করতে না পারে।

এই পদটি অত্যন্ত স্পষ্ট। এতে বলা হয়েছে, আপনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে

আপনার বিশ্বাসের জন্য পরিত্রাণ পেয়েছেন। এর অর্থ, যখন আপনি খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করেন, ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহে আপনাকে পরিত্রাণ দেন (অনুগ্রহ হল ঈশ্বরের কৃপা, যা পাওয়ার যোগ্য আমরা নই।) পদটি আরও ব্যক্ত করে যে পরিত্রাণ একটি উপহার বা দান, কর্মের মাধ্যমে তা উপার্জন করা যায় না।

বহু খ্রীষ্টিয়ান উপলব্ধি করেন না পরিত্রাণ ঈশ্বরের এক অনুগ্রহ দান এবং তা কর্মের দ্বারা অর্জিত নয়। তাদের শেখানো হয়, পরিত্রাণ পেতে গেলে তাদের চার্চে যেতে হবে এবং প্রায় সিদ্ধ বা নিখুঁত জীবনযাপন করতে হবে, যেমন মদ খাওয়া, নাচ করা, চলবে না। পরিত্রাণ সম্পর্কে বাইবেলে এরকম কোনও কথা বলা হয়নি। কেউ কোনও এমন পদ খুঁজে পাবেন না, যেখানে লেখা আছে, ''পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তোমাকে চার্চে যেতে হবে'', কারণ এ ধরনের কোনো পদই নেই। আবার এরকমও কোনো পদ নেই যেখানে বলা হয়েছে পরিত্রাণ লাভ করার জন্য আপনাকে নিষ্পাপ-সিদ্ধ জীবনযাপন করতে হবে। পরিত্রাণ একটি উপহার-আপনি আপনার কর্মের দ্বারা তা উপার্জন করতে পারেন না। আপনি খ্রীষ্টের সাধিত কর্মের জন্য বিশ্বাসে তা গ্রহণ করেন মাত্র। ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ দেন, কারণ আমাদের তা প্রয়োজন, এরকম নয় যে আমরা তা অর্জন করতে পারি, বা তা পাওয়ার যোগ্য।

বহু লোক আছেন, যারা সৎকর্ম করে ঠিকই, কিন্তু যীশুকে প্রভু বলে কখনও স্বীকার করেনি, বা তাঁর পুনরুত্থানের বিশ্বাস করে না। প্রায়শ তারা শিক্ষা দেয় যে আপনি সৎ ব্যক্তি হলে ঈশ্বর আপনাকে শাশ্বত জীবন দেবেন। বাইবেলে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখিত হয়েছে যে সৎকর্ম আপনাকে পরিত্রাণ দিতে পারে না। ইফিষীয় ২:৮,৯ পদে আমরা সেকথাই পড়েছি। সৎ কর্ম করা বা ''উৎকৃষ্ট ব্যক্তি' হওয়া ভালো বিষয়, কিন্তু তা আপনার পরিত্রাণ লাভের সহায়ক হবে না। বাইবেল বলে যে অপরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি পাপে মৃত (ইফি ২:১), আর কোনো মৃত ব্যক্তি সৎকর্ম করতে পারে না। প্রথমে তাকে নূতন জন্মের মাধ্যমে জীবন লাভ করতে হবে, তারপরে সে ঈশ্বরের জন্য

কাজ করতে পারবে। কীভাবে শাশ্বত জীবন লাভ করবেন, সে বিষয়ে অনুমান করবেন না। ঈশ্বর তাঁর বাক্য দিয়েছেন যেন খোলাখুলিভাবে আপনি তাঁর পরিত্রাণের উপায় জানতে পারেন। যীশু বলেছেন ''আমিই পথ ও সত্য ও জীবন।'' আপনি যীশুর মাধ্যমে পিতার কাছে আসতে পারেন।

পরিত্রাণ পাওয়ার পর পাপ করলে আমি কি শাশ্বত জীবন হারাতে পারি ?

সৎকর্ম করে আপনি পরিত্রাণ পেতে পারেন না, আবার পাপ হয়ে গেলেও **আপনার পরিত্রাণ আপনি নাকচ করতে পারবেন না**। আপনার পরিত্রাণ ও শাশ্বত জীবন ঈশ্বরের উপহারস্বরূপ। ঈশ্বর কখনও তাঁর পরিত্রাণের দান ফেরত নেন না। বাইবেলে এ বিষয়ে স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। লেখা আছে, ''ঈশ্বরের সব অনুগ্রহ-দান ও তাঁর আহ্বান অপ্রত্যাহার্য'' (যা ফেরত নেওয়া যায় না - রোমীয় ১১:২৯)। ''সেই বার্তা'' শিরোনামে প্রকাশিত নূতন নিয়মে পদটি অত্যন্ত জোরালোরূপে অনূদিত হয়েছে : ''ঈশ্বরের সব উপহার ও ঐশ্বরিক আহ্বান নিশ্চয়তা-প্রদত্ত, তা কখনও বাতিল হয় না, নাকচ হয় না।''

বহু-ব্যক্তি শিক্ষা দেয়, পাপ করলে আপনি পরিত্রাণ হারাতে পারেন, তারপর আপনাকে পুনরায় পরিত্রাণ পেতে হবে। এই শিক্ষা যথার্থ নয়। ঈশ্বর চান, আপনি যেন চূড়ান্তরূপে বা পরম নিশ্চিত হন যে আপনি **আপনার পরিত্রাণ হারাতে পারেন না**। এর নিশ্চয়তা বাইবেলে বিভিন্ন উপায়ে ব্যক্ত করা হয়েছে :

- আপনি ইতিপূর্বে যেমন লক্ষ্য করেছেন, বার বার বলা হয়েছে পরিত্রাণ একটি উপহার বা অনুগ্রহ-দানস্বরূপ। বাইবেল বলে, ঈশ্বরের দানসকল প্রত্যাহার করা যায় না।

- পরিত্রাণের অন্য পরিভাষা হল ''পুনরায় জন্মগ্রহণ করা'' বা ''নূতন জন্ম'' (১ পিতর ১:৩,২৩)। আমরা সবাই জানি, জন্ম এক স্থায়ী ব্যাপার।

একবার জন্মগ্রহণ করলে চিরকালের জন্য আমি পিতামাতার সন্তান হই। যদিও আমি যারপরনাই দুরন্ত হই, মা-বাবা প্রকৃতই আমাকে পছন্দ না-করে, আমার জন্ম কিন্তু চিরস্থায়ী। ঈশ্বর চান, খ্রীষ্টিয়ানেরা যেন জানে যে তিনি তাদের ভালোবাসেন এবং আমাদের আচরণ যেমনই হোক, আমরা তাঁরই সন্তান থাকি। সেই কারণে ''জন্ম'' শব্দটি ব্যবহার করে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন পরিত্রাণ পাওয়ার পর আমাদের অবস্থা কী-রকম হয়। জন্ম এককালীন সংঘটিত ঘটনা যা কখনও অস্বীকার করা যেতে পারে না।

● পরিত্রাণের অন্য একটি পরিভাষা হল ''দত্তকগ্রহণ''। প্রথমে আপনি হয়তো বিস্মিত হবেন এই ভেবে যে ঈশ্বর কেন আপনাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেছেন, অথচ বলেছেন, আমি তাঁর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। এটিই তো আরও উৎকৃষ্ট ছিল। এর উত্তর পাওয়া যাবে নূতন নিয়মের রচনাকালে রোমীয়দের মধ্যে প্রচলিত আইন ও সংস্কৃতির মধ্যে। রোমীয় আইন অনুসারে, রোমীয় পরিবারে কাউকে দত্তক গ্রহণ ছিল স্থায়ী ব্যাপার, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে জাত সন্তানকে অস্বীকার করা যেত। তাই রোমীয়দের কাছে পত্র লেখার সময় (যেমন রোমীয়, ইফিষীয় ও গালাতীয়দের প্রতি পত্রে) ঈশ্বর ''দত্তকগ্রহণ'' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যেন তারা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারে যে তাদের পরিত্রাণ ছিল স্থায়ী।

● আপনি যখন পরিত্রাণ লাভ করেন, **ঈশ্বর আপনাকে পবিত্র আত্মাও দান করেন**। এটিও তাঁর উপহার (অনুগ্রহ-দান)। যেহেতু তিনি আত্মা, তাই তাঁর অন্তরে অবস্থান আপনি অনুভব করতে পারবেন না। কিন্তু এ হল ঈশ্বরের চিরস্থায়ী সিলমোহর (মুদ্রাঙ্ক) যে আপনি তাঁর সন্তান। ইফিষীয় পত্রে স্পষ্ট লেখা আছে, বিশ্বাসে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, তারপর তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা মোহরাঙ্কিত করেন :

ইফিষীয় ১:১৩,১৪ ''তোমরা যখন সত্যের বাণী, তোমাদের পরিত্রাণের সুসমাচার শুনেছ, তখনই তোমরা খ্রীষ্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছ। বিশ্বাস করে

তোমরা তাঁতে প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মার মুদ্রাঙ্কণে চিহ্নিত হয়েছে। আমাদের উত্তরাধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য তা অগ্রিম দাদনস্বরূপ।''

ওই পদগুলি আবার পড়ুন। ওগুলি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাইবেল বলে, আপনি ঈশ্বরের উপহারস্বরূপ পবিত্র আত্মা-দ্বারা **মুদ্রাঙ্কিত** হয়েছেন। সেই কারণে, আপনি মোহরাঙ্কিত। তাই পাপ করে ফেললে ঐশ্বরিক পরিত্রাণ চুঁয়ে পড়ে শেষ হয়ে যায় না। বিশ্বাস করার সময় আপনি মোহরাঙ্কিত হয়েছেন, সেই মোহর শাশ্বত জীবনের গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তাস্বরূপ প্রভুর কাছে আপনার উত্তরাধিকার।

● আপনার পরিত্রাণ যেহেতু চিরস্থায়ী এবং আপনি তা হারাতে পারেন না, ঈশ্বর বলেন আপনি তাঁর সন্তান। ''দেখো, ঈশ্বর কেমন অপর্যাপ্তরূপে তাঁর ভালোবাসা আমাদের প্রদান করেছেন, যেন আমরা ঈশ্বরের সন্তানরূপে অভিহিত হই। আর আমরা প্রকৃতপক্ষে তা-ই। ... প্রিয় বন্ধুরা, বর্তমানে আমরা ঈশ্বরের সন্তান ...'' (১ যোহন ৩:১,২)। এরকম কিছুতেই হতে পারে না যে একদিন আপনি ঈশ্বরের সন্তান, অন্যদিন নন। ঈশ্বর সেই ভাষায় আমাদের সঙ্গে বার্তালাপ করা বেছে নিয়েছেন, দৈনন্দিন আমরা যে ভাষায় কথা বলি। আমরা প্রত্যেকেই জানি যে ছেলেমেয়েরা পরিবারের চিরস্থায়ী সংযুক্তিস্বরূপ। এমন কেউ নেই, যার পরিবারে একদিন ছেলেমেয়েরা তার সন্তান, পরের দিন তারা পরিবারের সন্তান নয়। মানব-পরিবারে যেমন, ঈশ্বরের পরিবারের ক্ষেত্রেও একই প্রকার। ঈশ্বর আপনাকে তাঁর সন্তান এজন্যই বলেছেন, আপনি যেন অবগত হন যে আপনি স্থায়ীরূপে তাঁর পরিবারের সদস্য। এই কারণেই অবিশ্বাসীদের কখনও ঈশ্বরের ''সন্তান'' বলা হয়নি - তারা পরিবারের সদস্য নয়।

খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে আছে তাদের পিতার বীর্য। খ্রীষ্টিয়ানেরা ''অক্ষয় বীর্য'' থেকে জাত (১ পিতর ১:২৩)। বাইবেল স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে, আপনি যদি পরিত্রাণ পেয়েছেন, তাহলে ঈশ্বরের পরিবারে আপনার জন্ম হয়েছে, আপনাকে চিরস্থায়ী দত্তকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, আপনি পবিত্র

আত্মার দ্বারা মোহরাঙ্কিত হয়েছেন এবং ঈশ্বর আপনাকে 'ঈশ্বরের সন্তান' আখ্যা দিয়েছেন।

পরিত্রাণ যদি না-হারায়, তাহলে পাপ আমি করে যাব না কেন ?

এটি ভালো প্রশ্ন, এর ভালো উত্তরও আছে। প্রথমত, যে কেউ পাপপূর্ণ জীবনযাপন করে, সে ''পাপের ক্রীতদাসে পরিণত হয় (রোমীয় ৬:১৬)। যে-সব লোক পাপে জীবনযাপন করে, তাদের মধ্যে থাকে অপরাধ-বোধ, হতাশা, অসুখী ভাব। পাপের জন্য লোকেদের মাশুল দিতে হয়। তাই খ্রীষ্টিয়ানদের উচিত **পাপের স্বৈরাচার থেকে মুক্তিলাভ করা।**

দ্বিতীয়ত, আপনি খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত, তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ উপায়ে আপনাকে সংযুক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ, আপনি তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, **তাঁর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন** ও **তাঁর সঙ্গে সমাধিস্থ হয়েছেন।** এছাড়া, আপনি হয়েছেন তাঁর সঙ্গে মৃতলোক থেকে পুনরুত্থিত, তাঁর সঙ্গে স্বর্গরোহণ করে আপনি ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হয়েছেন (রোমীয় ৬:১-১০ ; ইফি ২:৬)। এইভাবে খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আপনি কেন দৈনন্দিন জীবনে পাপের জীবন যাপন করবেন ?

তৃতীয়ত, এটিই ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ যে, যিনি আপনাকে উপহার দিয়েছেন, তাঁর প্রতি আপনি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করবেন। ঈশ্বর ও তাঁর পুত্র আপনাকে সর্বোৎকৃষ্ট উপহার, অর্থাৎ শাশ্বত জীবন দান করেছেন। অতএব তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপনি যে উৎকৃষ্টতম প্রতিদান তাঁদের দিতে পারেন, তা হল আপনার সেবামূলক জীবন।

চতুর্থত, বহু ব্যক্তি আছে যারা ঈশ্বরকে জানে না, নিদারুণরূপেই যাদের প্রয়োজন পরিত্রাণ। যে-কোনো দিন তারা মৃত্যুবরণ করে শাশ্বত জীবন হারাতে পারে। কত ভয়ংকর ক্ষতিই না তা হবে। ঈশ্বর ও মণ্ডলী থেকে লোকেদের বিমুখ করে, এমন অন্যতম একটি বিষয় হল ভণ্ডামি। আপনি খ্রীষ্টিয়ান হলে **কপটতার জীবনযাপন করবেন না।** এতে অ-বিশ্বাসীদের

খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে আসা আপনি অধিক কষ্টসাধ্য করে তুলবেন।

পঞ্চমত, এই জীবন আপনি কী-ধরনের জীবনযাপন বা সেবা করছেন, তা ঈশ্বরের রাজ্যে ভবিষ্যতে আপনি কী-পুরস্কার পাবেন, তা নির্ধারণ করবে। খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে ফিরে এসে এক রাজ্য স্থাপন করবেন (''ধন্য যারা মৃদুস্বভাববিশিষ্ট, কারণ তারা লাভ করবে পৃথিবীর উত্তরাধিকার'' – মথি ৫:৫)। সেই রাজ্যে সবাই একই ধরনের পুরস্কার লাভ করবে, এমন নয়। অনেক পদই এই সত্যের সমর্থন করে :

মথি ১৬:২৭ : কারণ মানবপুত্র পিতার মহিমায় মণ্ডিত হয়ে স্বর্গদূতদের সঙ্গে আসবেন। তখন তিনি প্রত্যেক মানুষকে **তার কৃতকর্ম অনুসারে** পুরস্কৃত করবেন।

১ করিন্থীয় ৩:১২-১৫ : কেউ যদি এই ভিত্তির উপর সোনা, রূপা, মণিমাণিক্য, কাঠ, খড় বা নাড়া দিয়ে নির্মাণের কাজ করে, তার সেই কাজের যথার্থ রূপ প্রকাশ পাবে ... অগ্নি সেগুলির স্বরূপ প্রকাশ করবে এবং সেই অগ্নি প্রত্যেক মানুষের কাজের গুণগত মান বিচার করবে। **সে যা নির্মাণ করেছে, তা যদি স্থায়িত্ব লাভ করে, তবে সে পুরস্কারের অধিকারী হবে।** যদি তা অগ্নিদগ্ধ হয়, সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত ...।

২ করিন্থীয় ৫:১০ : কারণ আমাদের সবাইকে খ্রীষ্টের বিচারাসনের সামনে উপস্থিত হতেই হবে, যেন **প্রত্যেকে** শরীরে সৎ বা অসৎ, **যে কর্মই করেছে, তার প্রাপ্য ফল পায়।**

কলসীয় ৩:২৩-২৫ : যা কিছুই কর, মন-প্রাণ দিয়ে কোরো, মানুষের জন্য নয়, কিন্তু প্রভুরই জন্য করছ বলে কোরো। কারণ তোমাদের জানা আছে, প্রভুর কাছ থেকে তোমরা পুরস্কাররূপে লাভ করবে এক উত্তরাধিকার। তোমরা প্রভু খ্রীষ্টেরই সেবার রত আছে। অন্যায়কারী তার অন্যায়ের প্রতিফল পাবে, আর ঈশ্বরের কাছে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই।

বহু পদ আছে যেখানে ব্যক্ত করা হয়েছে যে খ্রীষ্টিয়ানেরা প্রভুর জন্য

বর্তমানে যা করবে, সেই অনুযায়ী তারা ভাবীকালে খ্রীষ্টের রাজ্যে পুরস্কৃত হবে। বাইবেল আপনাকে চেতনা দেয় বর্তমানেই কঠোর পরিশ্রম করার যেন **ভাবীকালের** রাজ্যে আপনি প্রচুররূপে পুরস্কৃত হন।

আমি জীবনে ভয়ংকর সব কাজ করেছি। তবুও আমি কি পরিত্রাণ পাব ?

ঈশ্বরের বাক্যে স্পষ্ট বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই পাপ করেছে। রোমীয় ৩:২৩ পদে লেখা আছে, ''সকলেই পাপ করেছে ও ঈশ্বরের মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।'' পাপ প্রসঙ্গে সব মানুষের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের অভিমত একই প্রকার : ''ধার্মিক কেউ নেই, একজনও নেই, বোদ্ধা একজনও নেই, ঈশ্বর-অন্বেষী নেই কেউ। সকলেই হয়েছে বিপথগামী, তারা অসার হয়ে উঠেছে একযোগে। সৎকর্ম করে এমন কেউ নেই, একজনও নেই'' (রোমীয় ৩:১০-১২)।

মানুষ সম্বন্ধে ঈশ্বর বাস্তববাদী - আমরা সবাই পাপী। বাইবেল এরকম কোথাও লেখা হয়নি যে, ''খ্রীষ্ট সবার জন্য মরেছেন, শুধু খুনিদের ছাড়া'' অথবা, ''খ্রীষ্ট **ব্যভিচারীদের** ছাড়া প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন।'' বাইবেল স্পষ্টরূপে বলে ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে দান করেছেন যেন, ''যে কেউ তাঁতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না-হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়'' (যোহন ৩:১৬)।

প্রেরিত পৌল নিজেকে, ''পাপীদের মধ্যে অগ্রগণ্য'' বলে বর্ণনা করেছেন, কারণ তিনি স্বয়ং খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার পূর্বে বহু খ্রীষ্টিয়ানকে নিপীড়ন ও হত্যা করেছিলেন। তাঁর উপলব্ধি অনুযায়ী কোনো মানুষ নৈতিকরূপে যতটা নিচে নামতে পারে, তিনি ছিলেন তেমনই নীচ। বাস্তব অর্থেই তিনি ছিলেন ঈশ্বরের লোকদের হত্যাকারী। পৌল হচ্ছেন ঈশ্বরের করুণা ও দীর্ঘসহিষ্ণুতার সুন্দর উদাহরণ, কারণ তাঁর মতো ব্যক্তি যদি পরিত্রাণ পায়, তাহলে যে-কেউ তা পেতে পারে।

আমি শুনেছি, পরিত্রাণ পেলে লোকেরা পরিবর্তিত হয়। এ কি সত্যি ?

হ্যাঁ, পরিত্রাণ পেলে আপনার জীবনে অত্যাশ্চর্য এক আত্মিক **রূপান্তর** ঘটে। কিন্তু সেই রূপান্তর আপনার মনে বা আচরণে আপনাআপনি ঘটে না। আপনি ঈশ্বর থেকে যা-কিছু প্রাপ্ত হন এবং তাঁর সঙ্গে আপনার যে রকম সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তারই আধারে এই পরিবর্তন সাধিত হয়। আপনার পরিত্রাণ হলে আপনি --

- একজন ঈশ্বরের সন্তানে পরিণত হন
- আপনাকে পবিত্র আত্মা দান করা হয়, তিনি ঈশ্বরের ঐশ্বরিক চরিত্র, যা আপনার হৃদয়ে দত্ত হয়
- ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক পরিগণিত হন
- ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পবিত্রীকৃত হন বা পৃথক গণ্য হন (১ করি ১:২)
- পাপের পরাক্রম ও মৃত্যু থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত হন
- পাপে মৃত অবস্থা থেকে অনন্ত জীবন লাভ করেন।

এই পরিবর্তনগুলি অত্যন্ত বাস্তব এবং খ্রীষ্টিয়ান ব্যক্তি কী চিন্তা করে বা কেমনতর জীবনাচরণ করবে, তার উপর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করবে। কিন্তু যেহেতু এই পরিবর্তনগুলি আপনাআপনি কোনো ব্যক্তির আচরণে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানকে নিজস্ব একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। আপনি যা দেখেন ও অনুভব করেন, তা-ই কি বিশ্বাস করতে চলেছেন (''ও মা, আমি নিজেকে ধার্মিক বা পবিত্র ভাবছি না)'' অথবা আপনি তা-ই বিশ্বাস করবেন যা ঈশ্বর তাঁর বাক্যে বলেছেন ? খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আপনাকে ''... দৃশ্য বস্তুর দ্বারা নয়, কিন্তু বিশ্বাসে জীবনযাপন'' করা শিখতে হবে (২ করি ৫:৭)। উৎকৃষ্ট খ্রীষ্টীয় জীবনাচরণের জন্য ঈশ্বর কী বলেন তা শিক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বর বলেন, তিনি

আপনাকে ভালোবাসেন, আর ঈশ্বরের ভালোবাসা বাস্তব, যদিও আপনি এরকম মনে করেন যে আপনাকে ভালোবাসা হচ্ছে না। একই কথা ঈশ্বর খ্রীষ্টে আপনাকে কী তৈরী করেছেন এবং তিনি আপনার সম্পর্কে কীভাবে চিন্তা করেন, সেই বিষয়েও প্রযোজ্য। ঈশ্বর আপনাকে ধার্মিক, শুদ্ধ (পবিত্র) ও নির্দোষ গণ্য করেছেন, যদিও আপনি সেরকম নিজেকে মনে করেন না।

আমি শুনেছি, কোনো ব্যক্তি সৎকর্ম করলে তাকে আপনি পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলেন।

পরিত্রাণ পাওয়ার পর আপনাকে ঈশ্বরের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আপনি ঈশ্বরের সন্তান হন, নূতন জন্ম লাভ করেন এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা মোহরাঙ্কিত হন। যাই হোক, আপনার আচরণ কিন্তু রাতারাতি পাল্টে যায় না। কখনও কখনও আপনি শুনবেন যে কোনো ব্যক্তি পরিত্রাণ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর তার জীবনে অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন ঘটান। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি হয়তো সঙ্গে সঙ্গে মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। এ-ধরনের ব্যাপার ক্ষেত্রবিশেষে ঘটে ঠিকই, কিন্তু সেটি ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়।

ভক্তিসমন্বিত আচরণের জন্য ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের সযত্ন নির্দেশনা দেন। বাইবেল নিষেধ করে চুরি, প্রতারণা বা মিথ্যাচার করতে। তা ব্যভিচার করতে আপনাকে বারণ করে। তিক্ততা ও প্রতিশোধস্পৃহা উপড়ে ফেলে বাইবেল বলে সহনশীল, সদয় ও প্রেমপূর্ণ আচরণ করতে। তা আপনাকে দানশীল হতে ও প্রার্থনা করতে শেখায়। এরকম বহু বিষয় বাইবেল আপনাকে শিক্ষা দেয় যেন আপনি ভক্তিপরায়ণ জীবন যাপন করেন। এর জন্য প্রয়োজন সময়, প্রচেষ্টা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা, যেন ঈশ্বরের সব আদেশ পালন করা যায় এবং একজন খ্রীষ্টিয়ানের মতো জীবনাচরণ করা যায়। এ প্রসঙ্গে বহু পদের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু মাত্র দুটি এখানে দেওয়া হল।

গালাতীয় ৫:১৬,১৭ : তাই আমি বলি, আত্মার বশে জীবনযাপন করো, তাহলে পাপময় প্রকৃতিজাত অভিলাষগুলি চরিতার্থ করবে না। কারণ যা আত্মার বিরোধী, পাপময় প্রকৃতি তা-ই কামনা করে এবং যা পাপময় প্রকৃতির

বিরুদ্ধে, তা-ই আত্মার অভিপ্রেত। তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ চলেছে।

রোমীয় ১২:২ : এখন থেকে এ জগতের আদর্শ আর অনুসরণ কোরো না, কিন্তু মনের নবীকরণের দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও।

ঈশ্বরের আদেশ পালনের জন্য আপনাকে মনস্থির করতে হবে এবং তিনি যা বলেন তা করতে হবে। যদি না করেন, তাহলে আপনি ''আপনার পাপময় প্রকৃতির কামনাগুলি'' পূর্ণ করবেন ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ হারাবেন। ঈশ্বরের আদেশ পালন করা সবসময় সহজ নয়। এমনকি, মহান প্রেরিত পৌলও সময়বিশেষে তাঁর পাপময় প্রকৃতির সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতেন এবং কঠিন সময় বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন (রোমীয় ৭:১৪-২০)। ঈশ্বরের আদেশ পালন করায় আপনি সবসময় কৃতকার্য না-ও হতে পারেন, কিন্তু তিনি চান আপনি যেন তা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। খ্রীষ্টের জন্য আপনি বর্তমানে যা কিছু করবেন, বিচারদিনে ঈশ্বর তার জন্য আপনাকে পুরস্কৃত করবেন। শারীরিক আচরণের পরিবর্তন আপনার কাজ। ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করবেন, কিন্তু আপনাকে বাদ দিয়ে তিনি তা করবেন না। বহু সংখ্যক খ্রীষ্টিয়ান আজও ''মাংসিক'' খ্রীষ্টিয়ান রয়ে গেছেন কারণ তারা কায়িক শক্তিতে যুদ্ধ করতে চেয়েছেন, নিজেদের শরীরকে কখনোই ঈশ্বরের বাক্যের অধীনে সমর্পিত করেননি। এই ''মাংসিক'' স্বভাববিশিষ্ট খ্রীষ্টিয়ানেরা পরিত্রাণপ্রাপ্ত হলেও অবিশ্বাসীদের মতো জীবনযাপন করেন।

বাইবেলে কি লেখা আছে ভাবীকালের জীবন কী-রকম হবে ?

অবশ্যই আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বহু খ্রীষ্টিয়ান চার্চে চিরাচরিত ঐতিহ্য, বাইবেলে ঈশ্বর ভাবীকালকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন, সেই সত্যকে গোপন করেছে। ভবিষ্যৎকাল সম্পর্কিত জ্ঞান মানুষকে পরিত্রাণ লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করে, আবার যারা পরিত্রাণপ্রাপ্ত, তাদের ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে প্রণোদিত করে। অধিকাংশ খ্রীষ্টিয়ানই বিশ্বাস করে যে পরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকেরা আকাশের ঊর্ধ্বে **''স্বর্গে'' চিরকালের জন্য বসবাস** করবে। প্রভু যীশুর স্পষ্ট শিক্ষার এ বিপরীত। বাইবেলের অন্যতম

পরিচিত একটি শব্দ হল, ''ধন্য যারা মৃদু স্বভাববিশিষ্ট, কারণ তারা লাভ করবে পৃথিবীর উত্তরাধিকার'' (মথি ৫:৫)।

মানুষের বসবাস ও উপভোগের জন্য ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। বাইবেলে প্রকাশ, ভাবীকালে এক নূতন পৃথিবীর উদয় ঘটবে এবং তা এই কলুষিত পৃথিবীর পরিবর্ত স্থান গ্রহণ করবে। সব পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি স্বর্গে অধিষ্ঠান করত, তাহলে ঈশ্বর নূতন এক পৃথিবী সৃষ্টির প্রয়াসী হতেন না। ঈশ্বরকে ভাবীকালে অবশ্যই একটি নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করতে হবে, কারণ আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করি, তা একদিন ধ্বংস হবে। ভাবীকালে পার্থিব জীবন সম্পর্কে বাইবেলে যা প্রকাশিত আছে, তার কতগুলি নিম্নরূপ :

- মশীহ এক শাশ্বত রাজ্যের উপরে শাসন করবেন (দানি ২:৪৪; ৭:১৩,১৪ ;প্রকা ২২:৩-৫)
- মশীহ দাউদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে জেরুশালেম থেকে রাজত্ব করবেন (যিশা ৯:৭)
- দুর্জনরা ধ্বংস হবে, কিন্তু নম্র বা মৃদুস্বভাববিশিষ্টরা পৃথিবীর অধিকারী হবে (গীত ৩৭:৯-১১ ; যিহি ৩৭:১১,১২ ; দানি ১২:২,৩ ; সফ ৩:৮-১২; মালা ৪:১)
- পরিত্রাণপ্রাপ্তেরা ঈশ্বরের পরিচয় পাবে (যিশা ১১:৯; যির ৩১:৩৩, ৩৪ ;যিহি ১১:১৮-২০ ১ ;করি ১৩:১২)
- পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে (যিশা ২:৪; ৯:৬,৭; ১১:১-৫; ৩২:১,২,৫,১৬,১৭; যির ২৩:৫,৬ ; ৩৩:১৫)
- আর কোনও যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে না (যিশা ২:৪ ; ৯:৪-৭; হোশেয় ২:১৮; মীখা ৪:৩,৪; সখরিয় ৯:৯-১১)
- লোকেরা রোগ-ব্যাধি থেকে **আরোগ্যলাভ** করবে (যিশা ২৯:১৮ ;

- ৩২:৩,৪ ; ৩৩:২৪ ; ৩৫:৫,৬; যির ৩৩:৬; মালা ৪:২)
- লোকেরা নিরাপদে সুরক্ষিত বসবাস করবে (যিশা ১১:৬-৯; ৩২:১৮ ৫৪:১৪-১৭ ; ৬০:১৫-১৮ ; ৬৫:১৭-২৫ ; যির ২৩:৪-৬ ; ৩৩:৬ ; যিহি ২৮:২৬ ; ৩৪:২৫-৩১ ; মীখা ৫:৪,৫ ; সফ ৩:১৩-১৭)
- ভূমি আরোগ্যপ্রাপ্ত হবে, মরুভূমি কুসুমিত হবে (যিশা ৩২:২৫; ৩৫:১,২,৭ ;৪১:১৮-২০ ;৪৪:৩ ;৫১:৩)
- সেখানে খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য হবে (যিশা ২৫:৬ ; ৩০:২৩-২৬ ; যির ৩১:৫,১১-১৪ ; যিহি ৪৭:১-১২ ; হোশেয় ২:২১,২২ ; যোয়েল ২:১৯-২৬ ;৩:১৮ ;আমোষ ৯:১৩)।

ভাবীকালের যে জীবন ঈশ্বর দিতে চান, তা হল আহার, আনন্দ ও সহভাগিতার। এরকম জীবন কল্পনা করা কষ্টকর যেখানে অসুস্থতা নেই, যুদ্ধবিগ্রহ বা সংঘর্ষ নেই, অন্যায় বিচার হয় না, আহার করার জন্য সব ধরনের খাদ্যসম্ভার, পৃথিবীতে সবসময়ই পারস্পরিক শান্তি উপভোগ এবং যেখানে থাকবে উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপ। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানেরা সে-ধরনেরই জীবন লাভ ও উপভোগ করতে চলেছে - চিরকালের জন্য।

আপনি এই জীবনে সবসময় যা পেতে চেয়েছেন, ঈশ্বর সবসময়ই সেগুলি আপনাকে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু অপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, আপনি সেগুলি পাননি। এ-সবই পাওয়ার জন্য আপনাকে যা করতে হবে তা হল, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর দত্ত বিনামূল্যের পরিত্রাণ গ্রহণ করা। ঈশ্বরের প্রস্তাব আপনি হাতছাড়া হতে দেবেন না। সেগুলি কিন্তু এই জীবনে আপনি না-ও পেতে পারেন। আপনি মুখে **স্বীকার করুন** যে যীশুই প্রভু-এই কথা জোরে জোরে বলুন -- আর বাইবেলের সাক্ষ্য **বিশ্বাস করুন** যে যীশুকে **মৃতলোক থেকে উত্থিত করা হয়েছে**।

ঈশ্বরের অনন্ত জীবনস্বরূপ উপহার আমি যদি গ্রহণ করি, তাহলে কী হবে ?

বাইবেলে বলে, ''পাপের বেতন মৃত্যু'' (রোমীয় ৬:২৩)। যারা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে প্রভু যীশু তাদের সকলের **বিচার করবেন**। যারা তাঁর বিনামূল্যের পরিত্রাণস্বরূপ উপহার গ্রহণ করেছে, তারা অনন্ত জীবন লব্ধ হবে। তবুও, পরবর্তী জীবনে কী তারা প্রাপ্ত হবে তা নির্ধারণ করার জন্য তারা সকলেই বিচারিত হবে এবং এই জীবনে কৃতকর্মের নিরিখে হয় তারা পুরস্কৃত হবে অথবা শাসিত হবে (২ করি ৫:১০ ; কল ৩:২৩-২৫ ; ১ থিষ ৪:৬ ; ২ তিমথি ২:১২ ; ১ যোহন ২:২৮)। যারা খ্রীষ্টের কথা কখনও শোনেনি, তারা খ্রীষ্টের প্রজ্ঞা ও তাদের কৃত কর্ম অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচারিত হবে। যারা প্রভু যীশুকে প্রত্যাখ্যান বা অগ্রাহ্য করেছে ও তাদের পাপেই মৃত্যুবরণ করেছে, তারা অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হবে ও সেখানেই দগ্ধ হবে (প্রকা ২০:১৫)। সেই কারণে, এটি আপনার মনোনয়নের ব্যাপার খ্রীষ্টে অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করার, অথবা খ্রীষ্টের কর্মের পরিবর্তে আপনার নিজের কর্মের জন্য বিচারিত হওয়ার। আপনি আপনার পাপের বেতন, অর্থাৎ মৃত্যুর ব্যাপারে ঝুঁকি নিচ্ছেন।

জুয়াখেলা ও লটারি আজকের পৃথিবীতে সর্বজনবিদিত, আর লোকেরা জানে অমঙ্গল কখন তাদের বিরুদ্ধে এসে পড়ে। ঈশ্বর ব্যক্ত করেছেন, কীভাবে অনন্ত জীবন এক ''নিশ্চিত বিষয়'' করে তোলা যায়। বহু ব্যক্তি এ-ধরনের ফাটকা খেলতে চায় যে তাদের অজ্ঞতাই বিচারদিনে তাদের রক্ষা করবে, কিন্তু সেটি অতি নিকৃষ্ট এক বাজি। ঈশ্বর সহজসরলরূপে প্রকাশ করেছেন, অন্বেষণ করলে আপনি পাবেন। সেই কারণে যে অল্প একটু শুনে নিয়ে নিজের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সে বিচারদিনে সুবিধা করতে পারবে না। যীশুকে গ্রহণ করার পর্যাপ্ত কারণ আছে, কিন্তু তাঁকে অগ্রাহ্য করার যুক্তিগ্রাহ্য কোনও কারণ নেই। কেন কেউ জ্ঞাতসারে জীবনলাভের চেয়ে মৃত্যুকে বেছে নেবে ?

খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত একটি সাধারণ শিক্ষা হল যে অপরিত্রাণপ্রাপ্তেরা অনন্তকাল ধরে দগ্ধ হবে, কিন্তু সেটি সত্য না-ও হতে পারে, কারণ তাহলে প্রত্যেকের জীবনই শাশ্বত হয়ে যায় (যদিও অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে নিকৃষ্টতর)। বাইবেলে পরিষ্কাররূপে বলা হয়েছে, কেবলমাত্র উদ্ধারপ্রাপ্তেরাই অনন্ত জীবন লাভ করবে। দুর্জনেরা তাদের পাপের মজুরি **মৃত্যু** লাভ করবে। বাইবেলে বহু জায়গায় বলা হয়েছে যে দুর্জনেরা ধ্বংস হবে এবং যে উপায়ে ধ্বংস হবে, তা হল অগ্নিদগ্ধ হয়ে। অবশ্য কয়েকটি পদ আছে যেখানে বলা হয়েছে যে দুর্জনেরা চিরকাল আগুনে পুড়বে। মূল পাঠে এগুলির প্রকৃত অর্থ হল যে কিছু ব্যক্তি অধিক সময়ব্যাপী দগ্ধ হবে। বাইবেলের সংস্কৃতি অনুযায়ী কোনো কোনো বিষয় বড়ো করে দেখানো হত। উদাহরণস্বরূপ, খ্রীষ্ট বলেছেন ''... তোমার চোখ যদি পাপের কারণ হয়, তাহলে সেটি উপড়ে ফেলে দাও'' (মথি ১৮:৯)। অবশ্য, প্রকৃতই যদি কেউ চোখ উপড়ে ফেলত, তাহলে তিনিও শিহরিত হতেন। খ্রীষ্ট আসলে বলতে চেয়েছিলেন, পাপের অন্ত ঘটাবার জন্য সুগভীরভাবে চিন্তা করতে। দগ্ধ হওয়ার জন্য কিছু অতি দুর্জন ব্যক্তির সময় দীর্ঘতর হবে, যা তাদের পক্ষে অনন্তকালের মতো মনে হবে।

বাইবেলে ঈশ্বরের বাক্য। এর মধ্যে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য হতে পারে না। কয়েকটি পদের ব্যাখ্যা লোকেরা যেভাবে দেন যে অবিশ্বাসীরা চিরকাল অগ্নিদগ্ধ হবে, তাদের তুলনা করে দেখা উচিত অসংখ্য অন্য পদ, যেগুলি প্রকাশ করে অপরিত্রাণপ্রাপ্তেরা ধ্বংস হবে। মালাখি ৪:১ পদ এর অন্যতম এক উদাহরণ, যেখানে বলা হয়েছে যে দুর্জনেরা ভস্মীভূত হয়েছে। কিন্তু অগ্নিশিখায় আপনার দগ্ধ হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। নূতন পৃথিবীতে আপনি সেই ধরনের জীবন যাপন করতে পারেন, যে জীবনের স্বপ্ন আপনি চিরকাল দেখে এসেছেন। তাহলে কেন খ্রীষ্টকে আপনার প্রভু ও পরিত্রাতারূপে গ্রহণ করবেন না ?

যীশু খ্রীষ্ট মৃতলোক থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন এবং কেবলমাত্র বাইবেলই সত্য-এটি বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কষ্টকর। এবার আমি কী করব ?

অন্বেষণ করে যান। ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আপনি আহ্বান করলে তিনি সাড়া দেবেন। এটি ছোট্ট একটি পুস্তিকামাত্র, এতে সবকিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আমাদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে অন্যান্য উপকরণ আছে – তাঁর পুনরুত্থান, তাঁর অভ্রান্ততা এবং বাইবেলের বিশ্বাসযোগ্যতা – এই সব ও আরও অনেক বিষয়ে। ঈশ্বর নেই - এই সন্দেহে আপনি আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না। সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা হল ঔদ্ধত্য ও হৃদয়ের কঠোরতার সমতুল্য। থোমা পুনরুত্থানে অবিশ্বাস করেছিলেন, খ্রীষ্ট কিন্তু থোমাকে অগ্রাহ্য করেননি। বরং প্রভু এমন উপায়ে তাঁর কাছে প্রকাশিত হলেন যে থোমা বিশ্বাস করলেন। যদি সততার সঙ্গে পরিশ্রমী হয়ে তাঁর অন্বেষণ করেন, ঈশ্বর নিশ্চিত উপায়ে তাঁর সন্ধান আপনাকে দেবেন।